‘দেশ প্রেম’

সাইফ মুন্না

বাংলা সাহিত্যের স্ব-নির্ভরতার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যারা সাহিত্য সেবা করে যাচ্ছে, স্বদেশের প্রতি তাদের ভালোবাসার চিত্রটি ফুটে উঠে। যেখানে স্বার্থের কোন ছিটেফোটা নেই। বাংলা সাহিত্যের অবকাঠামোকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করতে প্রবাস থেকে নিঃস্বার্থ শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। অনেকে পরিচালনা করছেন সাহিত্য বিষয়ক অনেক অয়েব লিংক। সউদী আরবের এই পবিত্র ভূমি থেকে সমস্ত সাহিত্য পিপাসুদের পক্ষ থেকে অয়েব লিংক পরিচালনা কারীদের স্বাগত জানাই। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহিত্য প্রেমী বাংলাদেশীদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র আছে অনেক। টেকনোলজীর কল্যানে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দুরে থাকার পরও লিখে যাচ্ছে প্রীয় মাতৃভূমির কথা, লিখে যাচ্ছে বাংলার সবুজ-শ্যামল মোহনীয় রুপের কথা। লিখে যাচ্ছে বাংলার মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা।

আমাদের দেশে সভা, সেমিনার, টকশো, এবং তথাকথিত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্টরা সবাই যার-যার অবস্থান থেকে এই দেশ প্রেমের ধুঁয়া তুলছে। নিজ দেশে থেকে নিরক্ষর সাধারণ মানুষেদের শোষন করে নিজেদের পকেট ভারী করে আজ যারা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ত্ব করছে এবং দেশ প্রেমিকের খোলস পরে আছেন আসলে কি তারা দেশ প্রেমিক? আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তারা দেশ প্রেমিক নয়। তারা সুবিধাবাদী-সুবিধাভোগী। সত্যিকারের দেশ প্রেমিকদের মধ্যে দেশের মঙ্গল নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু, আমাদের দেশের সুশিল সমাজ আর বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা কতভাগে বিভক্ত। দেশের মঙ্গলের জন্য তারা আজো একত্রে কাজ করতে পারেননি। আধো পারবেন কিনা এ ব্যপারে সন্দেহ থেকেই গেল।

দেশ স্বাধিনের পর থেকে অদ্যবদী আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় সমস্যা সমাধানে এক কাতারে দাড়াতে পারেনি। দেশ এবং জাতী হিসেবে আমরা কোথায় অবস্থান করছি, তা কি উনারা ভেবে দেখেছেন? দেশ ও জাতি বাঁচলে আমাদের অস্তিত্ত্ব রক্ষা পাবে। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির বিভিন্নমূখি জাতাকলে কু-বুদ্ধিটাই বের হচ্ছে বেশি। যা দেশকে গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এই হচ্ছে আমাদের তথাকথিত দেশপ্রেম। বর্তমান বাংলাদেশের চিত্রটি দেখলে বোঝা যায় দেশ প্রেমিকদের অবস্থা! হাজার-হাজার কোটি টাকা লুটেপুটে খাওয়া দেশপ্রেমিকদের চেহারা আজ সাধারণ মানুষের সামনে স্বচ্ছ আয়নার মত। কিন্তু, তার পরও আমাদের দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষ গুলো দারিদ্রতা এবং তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের আবেগাপ্লুত মায়া কান্নায় আবারো আবেগী হয়ে তাদের জন্যই রাজপথে নামবে। রাজপথ রক্তাক্ত করবে তাদের রক্তে। বিনিময়ে কি পাবে? তাদের রক্তের মূল্য কি? তাদের রক্তের সর্বোচ্ছ মূল্য বড় জোর একটা স্মৃতি স্তম্ভ! তাও অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার। এছাড়া আর কি? শহীদ নূর হোসেন, ডা. মিলনরা তার জলন্ত প্রমান!

এরি ফাঁকে স্বাধীনতা বিরোধীরা ফায়দা লুটছে তাদের মত করে। পার পেয়ে যাচ্ছে ‘৭১ এর ঘৃন্য নরপশুরা। এদিকে কারো খেয়াল নেই, বরং বিভিন্নমূখি টানা হেচড়ার কারণে তাদের অবস্থান আরো মজবুত হচ্ছে। কোন দেশপ্রেমের কথা বলি আমরা? যে দেশপ্রেমের কথা বললে শুধু আমাদের ফায়দা হবে, সে দেশপ্রেমের কথাই আমরা বলি। আমরা সবাই নিজের পকেটের কথা চিন্তা করে দেশপ্রেমের কথা বলি। একেই বলে দেশপ্রেম!

শহীদ জননী **‘জাহানারা ঈমাম’** আজ নেই। শিক্ষা নেয়া উচিৎ আমাদের! লজ্জা থাকা দরকার আমাদের। কেন তৈরী হলনা একজন জাহানারা ঈমামের উত্তরসূরী? দেশপ্রেমের ষোল কলা আমরা পূরণ করে ফেলছি ইলেকট্রনিক, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার কল্যানে বিভিন্ন টকশো, সভা, সেমিনার করে! একজন **‘আক্কু চৌধূরী’**, মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের ট্রাষ্টি। দেখেছি টকশো গরম করতে। উনি মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের ট্রাষ্টি এ এখানেই কি উনার দায়িত্বটা শেষ হয়ে যায়! তৃনমূল থেকে আওয়াজ তোলার জন্য যোগ্য উত্তরসূরী চাই। কারণ, সাধারণ মানুষের কথা সমাজের উচু

তলা পর্যন্ত পৌঁছবেনা। আমি ভাল করেই জানি আমার এই লেখাও খুব বেশি লোকের দৃষ্টি গোচর হবেনা। কিন্তু তার পরও আমি লিখছি এবং লিখব। জনাব, আক্কু চৌধুরী বলেছেন স্বাধীনতা বিরোধীরদের ভিবিন্ন প্রমান এবং দলিলাদি উনার কাছে আছে! তাহলে বসে আছেন কেন? ঠুকে দিননা রাষ্ট্র দ্রোহীতার মামলা। তাহলে, আমরা কি বুঝে নিব আপনি মুক্তি যোদ্ধা যাদুঘরের ট্রাষ্টি হওয়ার পেছনেও কোন রহস্য আছে? আওয়াজ তুলে দেখুন না। মুক্তি যোদ্ধারা এখনো বেঁচে আছে। দেশ প্রেম এখনো মানুষের মাঝে আছে। আমরা প্রবাসীরা দেশকে কতটুকু ভালবাসি তার পুরোটা আপনাদেরকে আমরা বুঝাতে পারবনা। কারণ, এটা অনুভবের বিষয়। মুখে বললেই কি দেশকে ভালবাসা হয়ে যায়? আজ গর্ববোধ করি আমরা, আমাদেরকে নিয়ে, আমরা প্রবাসী, আমরা দেশের জন্য কিছু করছি। দেশ আমাদেরকে কি দিল তার দিকে আমরা চেয়ে থাকিনি কোনদিন। আজো থাকছিনা। এই প্রবাসে কত দুঃখ-কষ্ট আমরা সহ্য করছি। প্রবাসী হওয়ার আগেও দেশ আমাদের সাথে ভাল আচরণ করেনি। একটা পাসপোর্ট বানাতে গিয়ে আমাদেরকে নানা হয়রানির স্বীকার হতে হয়েছে। এখানেও আমরা বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছ থেকে কি পাচ্ছি? কে দিবে আমার এসব প্রশ্নের উত্তর? বৃথা আস্ফালন! যেখানে অন্যান্য দেশের দুতাবাস গুলো তাদের দেশের প্রবাসী জনগনের জন্য বিভিন্ন মুখী কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের দূতাবাস কি করছে আমাদের জন্য? অন্যান্য দেশের দূতাবাসগুলো পাসপোর্ট রিনিউর জন্য নামে মাত্র একটা ফি নিয়ে অনায়সে কাজটা করে দিচ্ছে, সেখানে আমাদের কে অনেক মূল্য দিয়ে পাসপোর্ট রিনিউ করতে হয়। কে বলবে এসব কথা? কে দিবে এসব প্রশ্নের উত্তর। গুরুত্ব পূর্ন কোন সমস্যা নিয়ে দূতাবাসে হাজির হলে সেখানে কর্মরত লোকজন অনেক মজা পায়। এখানে নাতো ওখানে, ওখানে নাতো এখানে, এ হাত থেকে ওহাত, ওহাত থেকে এ হাত। মনে হচ্ছে যেন দাবার গুটি চালছে তারা। চেহারার মধ্যে এমন একটা ভাব থাকে, বিপদ গ্রস্থ লোক দেখলে আরো বিপদে পড়ে যান! যে, উনার কাছে কথাটা উত্থাপন করবেন কিভাবে। কারণ, কথাটা বলার পর-পরই হয়তঃ কোন কড়া কথা শুনিয়ে বসবেন, এমন একটা ভাব থাকে উনাদের চেহারায়। তবে হ্যাঁ, এখানেও বাংলাদেশ দূতাবাস যে কিছু করছেনা তা ঠিক নয়, উনারা সউদী প্রবাসী বিত্তশালীদের কাজ গুলো ঠিকই করে দিচ্ছে। শুধু সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা গুলো তাদের আওতার বাইরে রয়েগেছে!

বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক, যেখানে ঋন দেওয়ার আগে শর্ত জুড়ে দেয় এভাবে করতে হবে! ওভাবে করা যাবেনা! এক রকম গোলামীর মত জ্বি হুজুর-জ্বি হুজুর করে দেশ চালানোর জন্য ঋন নিয়ে লুটেপুটে খায় আমাদের সরকার গুলো। সেখানে যে দেশকে প্রবাসীরা বিদেশীদের গোলামীর হাত থেকে অর্ধেক বাঁচিয়ে রেখেছে সে প্রবাসীদের আজ করুন দশা! এতসব কিছুর পরও আমরা অসহায়। আমাদের প্রতি আমাদের সরকার নির্বিকার। বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য সব চাইতে বড় শ্রম বাজার সউদী আরব। আর সে সউদী আরবেই প্রবাসী বাংলাদেশীরা বেশি নিস্পেশিত হচ্ছে। হায়রে নিয়তি! হায়রে প্রবাসী! স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দুরে এসে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে দিবা রাত্রি। আজ নির্দ্বিধায় একটা কথা বলতে পারি যে, যদি শুধু মাত্র সউদী আরব বাংলাদেশের শ্রম বাজার বন্ধ করে দেয়, তাহলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

চলতি বছরের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ফরেন রেমিটেন্সের শত করা ৫৬% সউদী আরব থেকে গেছে, বাকী ৪৪% পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে। তাহলে কেন আমাদের সরকার নির্বিকার আমাদের প্রতি? আমরা কেন নিস্পেষিত হচ্ছি বেশি? কেন নজর দিবেনা আমাদের প্রতি? শুধু সউদী আরব কেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আজ আমাদের একই দশা। সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার দিকে তাকালে তা অনুমান করা যায়। কিভাবে প্রবাসীরা প্রতারীত হচ্ছে।

প্রবাসী হওয়ার আগে কত লাঞ্চনা, গঞ্চনা সহ্য করে আমাদেরকে প্রবাসী হতে হয়। সে হোক মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকা। বিশ্বের যে প্রান্তেই যাইনা কেন হয়রানী যেন আমাদের কপালের লিখন। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সিতে দালালদের দৌরাত্ম্যের কারণে প্রতিনিয়ত হয়রান হচ্ছে বিদেশ গামীরা। প্রবাসীদের কল্যানের জন্য **'বায়রা'** নামে একটি সংগঠন আছে যেখানে বসে আছে কতগুলো পুকুর চোর! যাদের দ্বারা কল্যানের চেয়ে অকল্যানই হচ্ছে বেশি। মালয়েশিয়ায় শ্রমিক প্রেরণের মধ্য দিয়ে তাদের আসল চেহারা উম্মোচন হয়ে গেছে। বিদেশ গামি যাত্রিদের জন্য বা রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য সরকারী কোন নীতিমালা আছে বলে মনে হয়না। যদি থেকেই থাকে তাহলে কেন আমাদের এ বেহাল দশা। কেন সরকার এসব ব্যপারে কড়া কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার

যদি প্রবাসীদের জন্য সঠিক কোন নীতিমালা প্রণয়ন করে না যান তাহলে আমাদের দূর্ভোগ লাঘব হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে।

বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন, প্রবাসীদের জন্য কার্যকরী একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে তা যেন বাস্তবায়ন করে যান। এবং ফরেন রেমিটেন্সের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য হুন্ডি ব্যবসার রোধ কল্পে ব্যাংক গুলোকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রাহক হয়রানী কমাতে হবে এবং সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ------

তারিখঃ ২৫-০৯-২০০৭ ইং
রিয়াদ-সউদী আরব
saif.munna@gmail.com